তারিখ ..... 14 APR 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

যুগান্তর

বিভিন্ন স্কুলে পড়ানো হয় অনুমোদনহীন বই

মুসতাক আহমদ

দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) অনুমোদনবিহীন বই পড়ানো হচ্ছে। এসব বইয়ের বেশির ভাগই নিম্নমানের ও দাম বেশি। কেবল আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানগুলো তা পাঠ্যভুক্ত করে। এর পেছনে একশ্রেণীর প্রকাশক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান ও পরিচালনা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা সিন্ডিকেট কাজ করছে।

অভিভাবকদের অভিযোগ, শুধু আর্থিকভাবে লাভবান হতে চড়া দামের এসব বই পাঠ্যতালিকায় রাখা হয়। অথচ শিক্ষার্থীদের ওপর থেকে বইয়ের বোঝা কমানোর ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা আছে। তা সত্ত্বেও প্রতিবছরই এই অসাধু সিন্ডিকেট অনুমোদনহীন বই পাঠ্যভুক্ত করে শিক্ষার্থীদের ব্যাগ ভারি করছে। এ ব্যাপারে এনসিটিবি প্রতিবছর একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেই দায়িত্ব শেষ করে।

জানতে চাইলে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (মাধ্যমিক) রুহী রহমান যুগান্তরকে বলেন, 'আমরা জানতে পেরেছি বিভিন্ন স্কুলে অনুমোদনহীন ■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

বিভিন্ন স্কুলে পড়ানো হয় অনুমোদনহীন বই

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বই পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। কোথাও স্কুলের কমিটির চাপে আবার কোথাও শিক্ষকরাই এই কাজটি করছেন। কিছু এলাকায় স্থানীয় এলিট শ্রেণী যুক্ত থাকার অভিযোগও পেয়ে থাকি। এসব বই পাঠ্যভুক্ত করার মূল উদ্দেশ্য 'পুশ সেল' (জোরপূর্বক বেচাবিক্রি)। কিন্তু জোরপূর্বক কেউ বই কেনাতে পারেন না। কেননা, সরকার দশম শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে সব বই দিচ্ছে। এছাড়া চাপিয়ে দেয়া বই কিনিয়ে তা পড়ানো হয় না বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্টভাবে অভিযোগ দেয়ার জন্য আমরা অভিভাবকদের অনুরোধ করছি।'

> আর্থিকভাবে লাভবান হতে এসব বই পাঠ্যভুক্ত করা হয়
>
> পেছনে অসাধু সিন্ডিকেট

অনুমোদনহীন বই পাঠ্যভুক্ত করার বিষয় নিয়ে কয়েক দিন আগে একটি গোয়েন্দা সংস্থা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। এছাড়া রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলসহ বেশ কয়েকটি স্কুলের ব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছে। গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলা হয়, সাতক্ষীরা উপজেলার শিক্ষক সমিতির নেতা ও বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক অন্যদের যোগসাজশে এনসিটিবির অনুমোদনবিহীন বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ জেলার সাতটি উপজেলায় ৩১৯ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট ৯৭০৪ শিক্ষক আছেন। শিক্ষকদের সমিতিই বইয়ের তালিকা তৈরি ও মূল্য ঠিক করে। সমিতির অধীন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি আছে। এই দুই সমিতি জেলা ও উপজেলার স্কুলের পাঠ্যবই তালিকাভুক্তির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করে। বই পাঠ্যভুক্ত করার বিনিময়ে শিক্ষকদের মাথাপিছু ১ হাজার টাকা এবং স্কুলপ্রতি ২০ হাজার টাকা দেয়া হয় বলেও এতে উল্লেখ করা হয়েছে। এই লেনদেনের ক্ষেত্রে জেলার ১৪ শিক্ষক নেতা নেতৃত্ব দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যস্থতার কথাও আছে প্রতিবেদনে।

৮টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ৮টি বই গোটা সাতক্ষীরার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পাঠ্যভুক্ত করা হয়েছে। এসব বইয়ের বেশির ভাগ ব্যাকরণ ও রচনা এবং ইংরেজি গ্রামারসহ ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত। প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানগুলো হল- বাংলাবাজারের জাকের প্রকাশন, ফাহাদ বুক ডিপো, পরিচয় প্রকাশন, টিউটর বুক ডিপো, স্বর প্রকাশন,হাসান বুক ডিপো, জননী প্রকাশন, হাসান বাজার প্রকাশন। এগুলোর মধ্যে শেষের তিনটি সরকার গ্রুপ নামে একই গ্রুপের। এ ব্যাপারে সরকার গ্রুপের অন্যতম স্বত্বাধিকারী দুলাল সরকার বলেন, 'আমাদের ব্যবসা ভাইদের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। তাই ওই বিষয়ে কিছু আমি জানি না। তবে আমার ভাই আবুল কাসেম সরকার বা আবুল কালাম সরকার স্বপন বলতে পারবেন।' আবুল কালাম সরকার স্বপন এ ব্যাপারে বলেন, 'বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমাদের বই পাঠ্যবইভুক্ত থাকতে পারে। এক্ষেত্রে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। শিক্ষকেরাই শিক্ষার্থীদের স্বার্থে পাঠ্যভুক্ত করে থাকেন আমাদের বই।'

এদিকে একজন অভিভাবক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রাজধানীর মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রথম শ্রেণীতে ইংরেজি ভার্সনে এনসিটিবির ৯টি বই পাঠ্যভুক্ত করার অভিযোগ করেছেন। এগুলোসহ প্রথম শ্রেণীতে ১২টি বই এখন পাঠ্যভুক্ত। অথচ সরকার এই শ্রেণীতে ৩টি বই পড়াতে বলেছে। অভিযোগপত্রে ১২টি বই পড়তে শিশুদের বাধ্য করার কথা বলা হয়েছে।

এ ব্যাপারে এনসিটিবির চেয়ারম্যান নারায়ণ চন্দ্র সাহা বলেন, অনুমোদন ছাড়া কোনো বই পড়ানো বা বুকলিস্ট তৈরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে পদক্ষেপ নিতে আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) চিঠি দিয়েছি। এই নির্দেশনা না মানা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে।

এ ব্যাপারে মাউশি পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন যুগান্তরকে বলেন, মাঠপ্রশাসনকে আমরা নির্দেশনা দিয়েছি কোনো মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানে এনসিটিবির অনুমোদন ছাড়া বই পাঠ্যভুক্ত হবে না। এনসিটিবি প্রকাশিত ব্যাকরণ পড়াতে হবে। এই নির্দেশনা না মানলে শাস্তি পেতে হবে।